পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'
—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

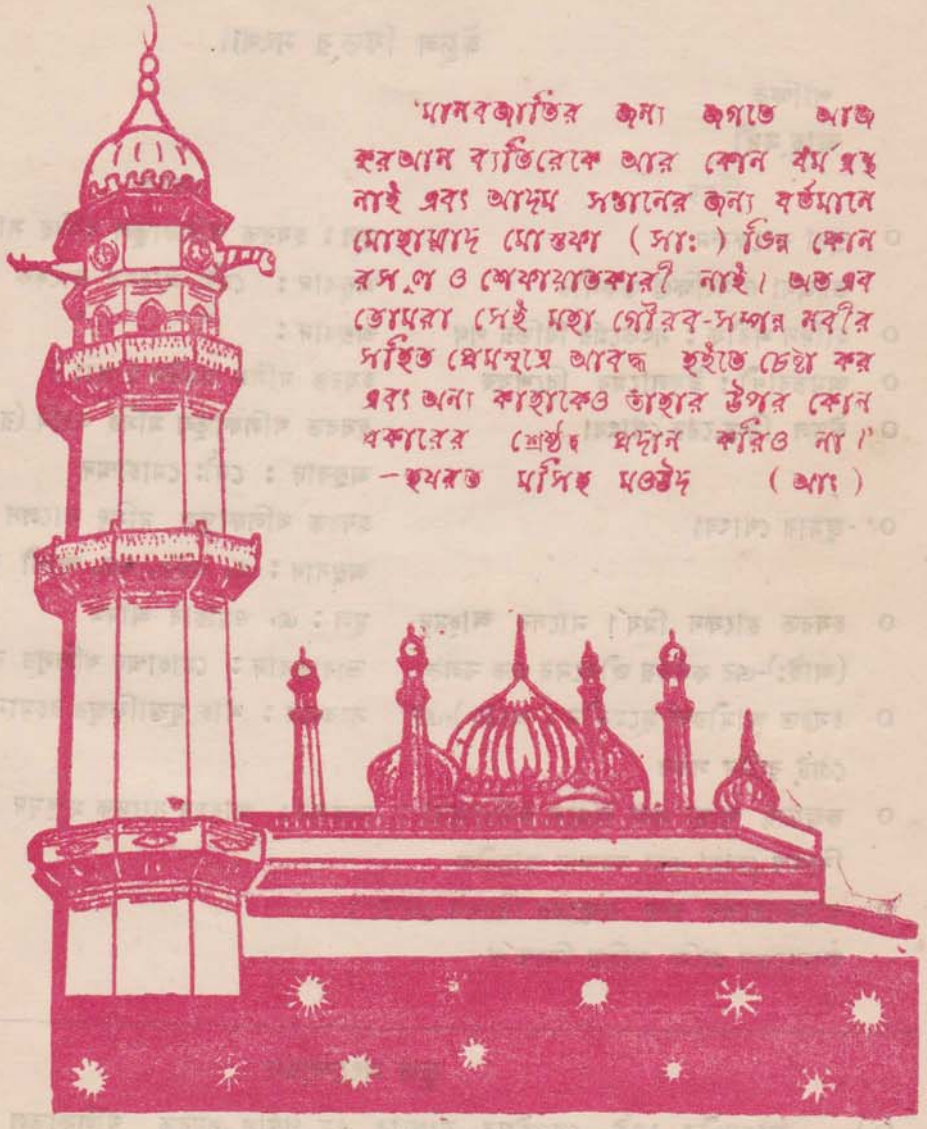

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

১৫ই আশ্বিন ১৩৮২ বাংলা : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ইং : ২৩শে রমজান : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

ঈদুল ফিত্‌র সংখ্যা

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o সুরা কাফেরুন : তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১
o হাদিস শরীফ : সৎকর্মের বিভিন্ন পথ	অনুবাদ : " " "	৪
o অমৃতবাণী : ইসলামের বিশেষত্ব	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)	৬
o ঈদুল ফিত্‌রের খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ	৮
o জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১৪
o হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক	মুল : এ, ওয়াহাব আদম ভাবানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৬
o হযরত আমীরুল মুমেনীন (আইঃ)-এর গ্রেট বৃটেন সফর	সংকলন : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	২১
o হুজুরের স্বাস্থ্য এবং লণ্ডনে কর্মব্যস্ততা : বিশেষ দোয়া এবং সদকার তাহ্‌রীক	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২২
o বাংলাদেশের জন্য হুজুরের বিশেষ দোয়া : জামাতের প্রতি পবিত্র নির্দেশ		২৩

ভুল সংশোধন

(১) আহমদীর ১৫ই সেপ্টেম্বর সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র নামের মধ্যে এক স্থানে 'স'-এর স্থলে 'ন' বসিবে। অর্থাৎ 'নাসের' হইবে।

(২) অত্র সংখ্যার ৮ম পৃষ্ঠায় ৮ম লাইনে 'আগাইতে'-এর স্থলে 'আগাইয়া' হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৮২ বাং : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ ইং : ৩০শে তবুক ১৩৫৪ হিজরী শামসী

সুরা আল-কাফেরুন

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত] —মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

সুরা কাফেরুনের প্রথম পাঁচ আয়াতে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার অনুসারীগণকে ইহা ঘোষণা করার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়া ছিল যে, এবাদতের ব্যাপারে অবিশ্বাসীগণের সহিত তাঁহাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। আলোচ্য আয়াতে উক্ত ঘোষণার হেতু ও কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সুস্পষ্টভাবে ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, উক্ত ঘোষণা কোন লড়াই বা জোর জবরদস্তি মূলক নয়, কোন শত্রুতা মূলকও নয় বরং উক্ত ঘোষণা ইহারই ফলশ্রুতি যে, কাফের গণের দ্বীন তাহাদের জন্য এবাদতের এক রকম পদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু অলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার অনুগামীদের দ্বীন তাঁহাদের জন্য এবাদতের ভিন্নতর পদ্ধতি নির্ধারন করে এবং যেহেতু উভয় পদ্ধতির মধ্যে যমীন-অসমানের পার্থক্য বিদ্যমান, সেইহেতু উভয় শ্রেণীর পক্ষে এবাদতে ঐক্য হওয়া অসম্ভব। উক্ত মূলগত পার্থক্যের কারণ ও হেতু সমূহ অতিসংক্ষেপে دين (দ্বীন) শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন আরবী অভিধানে দ্বীন শব্দের এগারটি অর্থ লেখা আছে। উহাদের সব কয়টিই আলোচ্য আয়াতে প্রযোজ্য। সেই অর্থসমূহ এবং উহাদের প্রয়োগ বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) دين (দ্বীন) শব্দের অর্থ طاعة ا. আনুগত্য ও অজ্ঞানুবর্তিতা। মুসলমানগণ

যে সর্বশক্তিমান ও চিরস্থায়ী এবং সদা সংরক্ষন কারী সত্তাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিকট সেই মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মুলনীতি অবিশ্বাসীদের সেই সকল মুলনীতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, যে সব মূল নীতির ভিত্তিতে তাহারা তাহাদের মাবুদগণের আনুগত্য স্বীকার করে।

এই জগতের স্রষ্টা ও কর্ত্তা হইলেন এক ও অদ্বিতীয় খোদা। প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করা কর্তব্য। আল্লাহ্ বলিয়াছেন :

فا لهكم الله واحد فله اسلموا (حج : ع ٥)

অর্থাৎ, "হে মানব সকল! তোমাদের মাবুদ এক ও অদ্বিতীয় মাবুদ, তাঁহারই আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা কর।"

এখন প্রশ্ন উঠে যে, কিভাবে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করা যায়? কেননা খোদা-তায়ালা আদেশ দানের জন্য নিজে দুনিয়াতে আসেন না। তাঁহার রসুলগণকে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষাদান করেন। সুতরাং একজন রসুলের আওয়াজ শ্রবণ করিয়া হয়ত ইহা বলিতে হইবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী, তাঁহার উপর কোন ঐশীবাণী এবং শরীয়ত নাযেল হয় নাই—এই কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে মানিতে হইবে যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসুল বা তাঁহার প্রেরীত নয়, কিন্তু যদি তিনি বাস্তবিক পক্ষে সত্য হইয়া থাকেন এবং তাঁহার উপর ঐশীবাণী এবং শরীয়ত নাযেল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কোন ব্যক্তি খোদা-তায়ালার অনুগত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা রসুলগণকে গ্রহণ করেন, তাঁহারাই আল্লাহ্‌তায়ালার আজ্ঞানুবর্তী। পক্ষান্তরে যাহারা তাহাদিগকে অস্বীকার করে, তাহারা বিভ্রান্ত।

এখন যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার ইহাই ফয়সালা যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর দ্বারা দুনিয়ার হেদায়তের ব্যবস্থা হইবে, সেই জন্য যাহারা তাঁহার অনুগমন করিবে, তাহারাই আল্লাহতায়ালার অনুগত এবং অজ্ঞানুবর্তী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তাঁহার এতায়াত করাই আল্লাহ্‌র এতায়াত করা। যেমন, আল্লাহ্ বলেন :

وارسلناك للناس رسولا وكفى
بالله شهيدا - من يطع الرسول فقد
اطاع الله - (النساء : ع ١١)

"অর্থাৎ, হে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্! এখন আমরা সমগ্র জগতের হেদায়েত দানের ব্যবস্থা আপনার মাধ্যমে নির্ধারিত করিয়াছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার আজ্ঞানুবর্তিতা করিতে চায়, তাহার উচিত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত হওয়া। কেননা তাঁহার এতায়াত আল্লাহ্‌র এতায়াত।" আল্লাহ্‌তায়ালা আরও বলিয়াছেন :

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم ٥ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول - (ال عمران : ع ٤)

অর্থাৎ, হে আমাদের রসুল! মানব জাতিকে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানাইয়া দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ভালবাসা পোষণ করিয়া থাক এবং আগ্রহ রাখ যে, আল্লাহ্‌ও যেন তোমাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে উহার ব্যবস্থা এই যে তিনি যে সকল আদেশ আমার মাধ্যমে দুনিয়াকে দান করিয়াছেন, তোমরা উহা পালন কর এবং আমার অনুগমণ কর, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন, তোমাদের দুর্বলতাগুলি ক্ষমা করিয়া তাঁহার জলওয়া সমূহ তোমাদিগকে দেখাইবেন এবং নিজ অনুগহ রাজি বর্ষণ করিবেন। তারপর বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার এতায়াত রসুলের এতায়াতের মাধ্যমে কর। রসুল যেহেতু আল্লাহ্‌ কর্তৃক নাযেলকৃত শিক্ষা পেশ করেন, সেইহেতু যে ব্যক্তি তাঁহার উপর ঈমান আনে এবং তাঁহার এতায়াত করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র এতায়াত করে। তদনুযায়ী ইহাও সাব্যস্ত হইল যে এলাহী আহ্‌কামের যে ব্যাখ্যা রসুল করীম (সাঃ) দান করিয়াছেন সেই অনুযায়ী এতায়াত করিতে হইবে। যদি তদনুযায়ী এতয়াত না করা হয়, তাহা হইলে উহাকে আল্লাহ্‌র এতায়াত বলা যাইবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এলহামী শরীয়তকে গ্রহণ করে, শুধু সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এতায়াতকারী বলিয়া দাবী করিতে পারে এবং তাহার সহিত মিলিয়া এবাদত করা যাইতে পারে। ইসলামের অস্বীকারকারী যেহেতু রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষামালা গ্রহণ করেনা, সেই হেতু সে আল্লাহ্‌তায়ালার এতায়াতকারী বা আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার সহিত এবাদতে শরীক হইবে, সে খোদাতায়ালার ইচ্ছার পরিপন্থী কাজ করিবে। (ক্রমশঃ)

ভক্সওয়াগন গাড়ীর যন্ত্রাংশের জন্য

এন, করপোরেশন

১৬৮৪, শেখ মুজিব সড়ক

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৩৯৩২ কেবল—"অটোস"

হাদিস শরীফ

সৎকার্যের বিভিন্ন পথ, উহাদের প্রতি আগ্রহ-বোধ এবং প্রতিযোগিতা

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি খোদার পথে যে নেকীতে বিশেষত্ব লাভ করিবে, তাহাকে সেই নেকীর দুয়ার দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বলা হইবে। তাহার কানে আওয়াজ আসিবে: হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এই দুয়ার তোমার জন্য উত্তম, ইহার মধ্য দিয়া প্রবেশ কর। যদি সে নামায আদায়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে নামাযের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করার জন্য তাহাকে আহ্বান করা হইবে। যদি জেহাদে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকিবে তাহা হইলে জেহাদের দুয়ার দিয়া জান্নতের প্রবেশ করিতে বলা হইবে। যদি রোযা রাখায় বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মর্যাদার আধিকারী হইবে, তবে তাহাকে "রাইয়ান" (পূর্ণ তৃষ্ণা নিবারণ কারী) দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিতে বলা হইবে। যদি আল্লাহ্‌র পথে দান করায় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবে, তাহাকে সেই দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিতে বলা হইবে।

হুজুর (সাঃ)-এর উক্ত এরশাদ শ্রবণে হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল। আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। যাহাকে উক্ত দুয়ার সমূহের মধ্য হইতে যে কোন একটি দুয়ার দিয়া আহ্বান করা হইলে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তাহার যদিও অন্য কোন দুয়ারের প্রয়োজন নাই, তবুও এমন ভাগ্যবান ব্যক্তিও কি হইবে, যাহাকে সমস্ত দুয়ার দিয়া আহ্বান জানানো হইবে? রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন: হাঁ, এবং আমি আসা রাখি, আপনিও সেই সকল ভাগ্যবানের অন্তর্ভূক্ত হইবেন। (বোখারী,)

(২) হযরত মায়ায (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন: আমাকে এমন কোন কাজ বলিয়া দিন, যাহা জন্নাত লাভের কারণ হয় এবং দোযখ হইতে দূরে রাখে। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন: তুমি একটি মস্ত বড় এবং কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু যদি আল্লাহ্ উহার সামর্থ্য বা তওফিক দান করেন, তাহা হইলে ইহা একটি সহজ বিষয়। তুমি আল্লাহ্‌তায়ালার এমনভাবে এবাদত করিবে যেন কোন প্রকারের (গোপনে বা প্রকাশ্যে) শের্‌ক্ না কর, নামায কায়েম কর,

যাকাত আদায় কর, রোযা রাখ এবং যদি পথের সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র ঘর (কোবা গৃহের) হজ্জ পালন কর। তারপর তিনি (সাঃ) আরও বলেন : আমি কি তোমাকে কল্যাণ ও পূণ্যের দুয়ার সমূহ সম্পর্কে জানাইব না? শুনো! রোযা (সকল প্রকার নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক ক্ষতি ও পাপ হইতে বাঁচানর জন্য) ঢাল স্বরূপ। আল্লাহ্‌র পথে দান-খয়রাত গুনাহ্‌র আগুনকে এমন ভাবে নিভাইয়া দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভায়। রাত্রির মধ্যভাগে নামায আদায় করা মহা পুরস্কার লাভের কারণ। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন : تتجافى جنوبهم عن المضاجع (الخ)

অতঃপর তিনি বলিলেন : আমি কি তোমাদিগকে সমস্ত ধর্মের মূল, বরং উহার স্তম্ভ এবং উহার চূড়ার কথা বলিব না? মায়ায (রাঃ) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল! নিশ্চয় বলুন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন: ধর্মের মূল ইসলাম (আল্লাহ্‌র নিকট সর্বতঃ ভাবে আত্মসমর্পন), উহার স্তম্ভ নামায এবং উহার চূড়া হইল জেহাদ (আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সময়োপ যোগী পূর্ণ চেষ্টা সাধনা)। তারপর তিনি (সাঃ) আরও বলিলেন : আমি কি তোমাকে সমস্ত দ্বীনের সারকথা বলিব না? মায়ায (রাঃ) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল, নিশ্চয় বলুন। রসুল করীম (সাঃ) স্বীয় জিবহ্বা ধরিয়া বলিলেন : ইহাকে সংযত রাখ। মায়ায জিজ্ঞাসা করিলেন : আমরা যাহা কিছু বলিয়া থাকি, তাহার জন্য কি জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তি হইবে? তিনি বলিলেন : তোমার মা তোমাকে হারাক, (আরবী ভাষায় এই প্রবাদটি প্রীতি মিশ্রিত আক্ষেপের সময় বলা হয়।) মানুষ তাহাদের জিহ্বা দ্বারা কর্তিত ক্ষেত্র সমূহের (অর্থাৎ, বড় বড় বুলি, শরীয়ত নিষিদ্ধ এবং বে-মওকা কথার) জন্য জাহান্নামে তাহাদের মুখের ভরে পাতিত হয়। তিরমিযী)

অনুবাদ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

যাকাত

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি হইল যাকাত। নিযামের মাধ্যমে ইহার উসুলী ফরয। ব্যক্তিগতভাবে ইহা বিতরণ করা যায় না। প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট নিজ নিজ জামাতের সাহেবে-নেসাবগণের (যাহাদের উপর যাকাত ফরজ) নিকট হইতে চলতি রমযান মাসে যাকাত আদায় করিয়া কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করিবেন। কোন স্থানে একক কোন আহ্‌মদী সাহেবে নেসাব থাকিলে, তাঁহার দেয় যাকাত সরাসরি কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন, জামাতে বহু দুঃস্থ ভ্রাতা-ভগ্নি আছেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ চাহেন এবং কেহ চাহেন না। তাঁহাদের সকলেরই খবর রাখা এবং তাঁহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করা প্রয়োজন। যাকাতের টাকা কেন্দ্রে জমা হইলে, উক্ত উভয় বিধ শ্রেণীর ভ্রাতাভগ্নির খেদমত করা সম্ভব হইবে।

সুতরাং সাহেবে নেসাব ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তাঁহাদের ফরয আদায় করিয়া নিজ ধন সম্পদকে পবিত্র করিবেন এবং দুঃস্থগণকে সাহায্য করার জামাতি ব্যবস্থাকে মজবুত করিয়া আল্লাহ্‌-তায়ালার অনুগ্রহ-ভাজন হইবেন। ইতি,

খাকসার : মোহাম্মাদ
আমীর, বাঃ আঃ আঃ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

ইসলামের বিশেষত্ব

একমাত্র ইসলামেই খোদা বান্দার সন্নিকট হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন এবং তাহার অন্তরে কথা বলেন। তিনি তাহার হৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন স্থাপন করেন এবং তাহার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে আকাশের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তাহাকে ঐ সমস্ত নেয়ামত দেন, যাহা পুর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় যে, অন্ধ দুনিয়া জানে না মানুষ নৈকট্য লাভ করিতে করিতে কোথায় গিয়া পৌঁছে। দুনিয়া নিজে খোদার দিকে অগ্রসর হয় না এবং যদি কেহ অগ্রসর হয়, তবে হয় তাহাকে কাফের নির্ধারণ করা হয় অথবা তাহাকে মাবুদ নির্ধারণ করিয়া খোদার আসনে বসান হয়। উভয় কাজই যুলুম। একটি সীমাতিক্রমে সৃষ্টি হয় এবং অন্যটি হয় সীমানার কাছেও না যাওয়ায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কর্তব্য সে সাহস হারাইবে না এবং এই মোকাম ও এই মর্যাদাকে অস্বীকার করিবে না। এহেন মর্যাদাবান পুরুষের মানহানী করিবে না এবং তাহার পূজাও শুরু করিয়া দিবে না। এই পর্যায়ে খোদাতায়ালা এহেন বান্দার নিকট এমন রকমের সম্পর্ক প্রকাশ করেন, যেন তাহাকে তিনি তাঁহার উলুহীয়তের অর্থাৎ খোদায়ীর চাদর পরাইয়া দেন। এহেন ব্যক্তি খোদা দর্শনের দর্পনে পরিণত হয়। ইহাই সেই রহস্য, যাহা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : 'যে আমাকে দেখিয়াছে, সে খোদাকে দেখিয়াছে'। বস্তুতঃ ইহা বান্দাগণের জন্য পরম ও চূড়ান্ত সতর্ক-বাণী। এখানেই সকল চলা শেষ হইয়া যায় এবং পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি লাভ হয়।

আমি বিশ্ববাসীর প্রতি অন্যায় করিব, যদি আমি এখন ইহা প্রকাশ না করি যে, যে মোকামের গুণাবলীর আমি আলোচনা করিলাম এবং আল্লাহ্‌র সহিত কথোপকনের যে পর্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিলাম, তাহা খোদা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে দান করিয়াছেন, যেন আমি অন্ধদিগকে চক্ষু দান করি, অন্বেষণ-কারীগণকে সেই নিরুদ্দেশের উদ্দেশ দিই এবং সত্য গ্রহণকারীগণকে ঐ পবিত্র প্রস্রবণের সুসংবাদ দিই, যাহা লইয়া আলোচনা করেন অনেকেই কিন্তু প্রাপ্ত হন অল্প কয়েক জন। আমি শ্রোতৃবর্গকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে,

সেই খোদা, যাঁহার মিলনে মানুষের মুক্তি ও অনন্ত সুখ নিহিত আছে, তাঁহাকে কুর-আন শরীফের অনুসরণ ছাড়া কখনও পাওয়া সম্ভব নহে। হায়, আমি যাহা দেখিয়াছি লোকে যদি তাহা দেখিত এবং আমি যাহা শুনিয়াছি লোকে যদি তাহা শুনিত, যদি তাহারা গল্প গুজব ছাড়িত এবং সত্যের দিকে দৌড়াইত, তাহা হইলে কত ভাল হইত। সেই পূর্ণ জ্ঞানের উপায়, যদ্বারা খোদা দর্শন হয়, সেই ময়লা বিধৌতকারী পানি, যদ্বারা যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হয়, সেই দর্পন, যদ্বারা সেই পরাৎপরের দর্শন লাভ হয়, এসকলই সেই ঐশী বাক্যালাপ, যে সম্বন্ধে আমি এত-ক্ষন আলোচনা করিলাম। যাঁহার আত্মায় সত্যের অন্বেষণ আছে, তিনি উঠুন এবং তালাস করুন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি. যদি আত্মাসমূহে সত্যকার অন্বেষণ সৃষ্টি হয়, যদি হৃদয়সমূহে সত্যকারের তৃষ্ণা জন্মে, তবে মানুষ এই পথের অন্বেষণ করুক, ইহার অনুসন্ধানে লাগিয়া যাউক। কিন্তু এই পথ কোন্ পন্থায় খুলিবে? আবরণ কোন্ চিকিৎসায় দূরীভূত হইবে? সকল অন্বেষণ-কারীকে এই নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, কেবল ইসলামই এই পথের সুসংবাদ দান করে। অন্য জাতিগণ খোদার এলহামের উপর দীর্ঘকাল যাবত তালা দিয়া মোহরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সুনিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখো, ইহা খোদার দিক হইতে মোহরযুক্ত নহে, বরং বঞ্চিত হওয়ার জন্য ইহা মানুষের ছলনা মাত্র। নিশ্চিত জানিও আমরা যেমন চক্ষু ছাড়া দেখি না, কান ছাড়া শুনি না, জিহ্বা ব্যতীত কথা বলিতে পারি না, তেমনই ইহাও সম্ভব নহে যে, আমরা কুরআন ব্যতিরেকে সেই প্রিয়ের মুখ দর্শন করিতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি এমন কাহাকেও পাই নাই যে, এই পবিত্র প্রস্রবণ ব্যতীত এই অনাবৃত মা'রেফতের পেয়ালা পান করিয়াছে।

(ইসলামী-নীতি-দর্শন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)

ভাল মিষ্টির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

ঈদের খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রা)

[১৯৪৭ সাবের ১৮ই আগষ্ট তারিখে মসজিদে আকসা কাদিয়ান মোকামে প্রদত্ত]

আম্বিয়ার জামাতে বিপদের ঝড় তুফান লাগা স্বাভাবিক। ইহাতে ইলাহী সিলসিলা ধ্বংস হয় না, বাধা প্রাপ্তও হয় না। ইহার দ্বারা সিলসিলার পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা হয় মোমেনগণের। সুতরাং আত্ম পরীক্ষা কর। তুফান সংক্ষুব্দ সমুদ্রে ঢেউয়ের উপর জাহাজ উঠা নামা করিতে দেখা গেলেও যেমন জাহাজ আগাইতে চলে, তেমনি বিপৎপাতে সেলসেলা আগাইয়া চলে। অহংকার, গর্ব, আত্ম-স্লাঘা পরিহার কর। খোদা ও তাঁহার রসুলের কাজ আমরা করিয়াছি বলিও না। খোদা ও তাঁহার রসুল করেন বল। আমরা অসহায় ও দুর্বল বান্দা মাত্র।

যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে এবং যখন হইতে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে রসুলগণের আগমন আরম্ভ হইয়াছে, আল্লাহ্‌-তায়ালার এই সুন্নত চলিয়া আসিতেছে যে, আল্লাহতায়ালার দ্বারা রোপিত বৃক্ষ সদা ঝড় তুফানের মধ্য দিয়াই উন্নতি করিয়া থাকে। আল্লাহতায়ালার জমাতের জন্য ইহা ফরজ হইয়া থাকে যে তাহারা এই সকল ঝড় তুফান ধৈর্যের সহিত সহ্য করিবে এবং কখনো নিরুৎসাহ হইবে না। যে কাজের জন্য ইলাহী জমাতকে খাড়া করা হয়, উহা খোদাতায়ালার কাজ, বান্দার নহে। সুতরাং ঐ সকল ঝড় তুফান, যাহা ব্যহ্যতঃ ঐ কাজের উপর প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, বস্তুতঃ উহা বান্দাদের উপর প্রবাহিত হইতে থাকে, ঐ কাজের উপর দিয়া নহে। দেখিতে দৃষ্টি বিভ্রম হইয়া থাকে, যেমন তোমরা রেলগাড়ীতে সফর করিবার সময় দেখিয়া থাকিবে যে, যদিও প্রকৃত পক্ষে রেলগাড়ী চলিতে থাকে, কিন্তু তোমরা দেখ যেন গাছ পালা মাঠ ময়দান চলিতে থাকে। অনুরূপ ভাবে যখন এলাহী সিলসিলার উপর ঝড় তুফান আসে, তখন জমাতের লোকেরা মনে করে, সেই ঝড় তুফান তাহাদের উপর নয় বরং সিলসিলার উপর আপতিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আসল ঘটনা এই যে, উহা সিলসিলার উপর পতিত হয় নাই বরং ব্যক্তিবর্গের উপর পতিত হইয়া থাকে। যাহারা এই সিলসিলার উপর ঈমান আনিয়া থাকে, তাহাদিগের উপর আল্লাহতায়ালা ঝড় তুফান প্রেরণ করিয়া মোমেনগণের পরীক্ষা লইয়া থাকেন। খোদা-তায়ালার কালাম এবং তাঁহার প্রেরিত শিক্ষার পরীক্ষা লইবার প্রশ্নই উঠে না। কারণ পরীক্ষা মানুষের লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং ঝড়

তুফান মানুষের উপর আসে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য মনে করিয়া থাকে যে, ইহা অন্যের উপর আসিয়াছে এবং ঐ তুফান, যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিতেছে, উহার সম্বন্ধে তাহারা খেয়াল করিয়া থাকে যে, উহা খোদাতায়ালার সিলসিলার উপর আঘাত হানিতেছে। তখন এইরূপ মানুষের দৃষ্টান্ত হুবহু সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া থাকে, যে কাদীয়ানের বাসিন্দা ছিল এবং সৎ ছিল, কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে কিছু দোষ ছিল এবং তাহার এই পীড়া বংশ-পরম্পরায় ছিল। সে অত্যন্ত শরীফ এবং লজ্জাশীলা ছিল। কিন্তু পাগলামীর সময় সে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন সে আমার মরহুম নানী সাহেবার কাছে বসিয়াছিল। সে দিন তাহার মাথা কিছু ভাল ছিল এবং আক্রমণ প্রবল আকারের ছিল না। আরো কয়েকজন স্ত্রীলোক নিকটে বসিয়াছিল। এমন সময় ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। আমার মরহুম নানী সাহেবা বলিলেন ভূমিকম্প হইতেছে। ইহা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি তাহার হাত মরহুম নানী সাহেবার উপর রাখিল এবং বলিতে লাগিল, বিবি ঘাবরাইও না, ভূমিকম্প আসে নাই বরং আমার মাথা চক্কর দিতেছে। ঠিক এমনি অবস্থা উপরে বর্ণিত ব্যক্তির হইয়া থাকে। প্রভেদ এতটুকু যে, ঐ স্ত্রীলোক বলিয়াছিল তাহার মাথা চক্কর দিতেছে, কিন্তু এই পরীক্ষার সময় লোক মনে করে যে, সিলসিলার মাথা চক্কর দিতেছে। সুতরাং আমাদের জামাতের সব সময় স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সেই চারাগাছ, যাহা খোদাতায়ালা লাগাইয়াছেন, উহা বাড়িবে এবং ফল ফুল সুশোভিত হইবে এবং উহাকে ঝড় তুফানে ধ্বংস করিতে পারিবেনা। অবশ্য আমাদের গাফলতি, আমাদের সিথিলতা এবং আমাদের পদস্খলনের জন্য যদি কোন ঠোকর আসে, তাহা হইলে উহা আমাদের জন্য হইবে, সিলসিলার জন্য নহে। যদি আমরা নিজেদের ভারসাম্য ঠিক রাখি এবং ঈমানকে মজবুত করি, তাহা হইলে ঐ সকল বিপৎপাত আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। বরং ঐ সকল বিপৎপাত আমাদের জন্য রহমত এবং বরকতের কারণ হইবে। রসুল করীম (সাঃ) যখন মক্কা হইতে হিজরত করেন, তখন লোকে মনে করিয়াছিল যে তাহারা তাঁহার কাজের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে এবং এই ঘটনা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের জন্য এক ধ্বংসাত্মক আঘাত! কিন্তু লোকে যাহাকে ধ্বংসাত্মক মনে করিতেছিল, উহা বরকতপূর্ণ প্রতিপন্ন হইল। জগৎ জানে যে উহা ধ্বংসাত্মক ছিল না বরং উহা আল্লার বরকত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এবং উহা ইসলামের উন্নতির জন্য এক ভিত্তি স্বরূপ হইল। সুতরাং আমাদের জমাতের লোকদের নিজ নিজ ঈমানের চিন্তা করা উচিৎ। যদি তোমরা নিজেদের ঈমানকে বাড়াও এবং মজবুত কর, তাহা হইলে তোমাদের

জন্য বৎসরে কেবল দুই ঈদ আসিবে না বরং প্রত্যেক নূতন দিন তোমাদেয জন্য ঈদের দিন হইবে এবং প্রত্যেক নূতন রাত তোমাদের জন্য নূতন চাঁদ লইয়া উদিত হইবে। তোমরা খোদাতায়ালার সম্মানিত জমাত। খোদাতায়ালা তাঁহার সম্মানিত জমাতকে সকল সময় উন্নত এবং বর্দ্ধিত করিবার জন্য তৈয়ার থাকেন। যদি কোন ত্রুটি হয়, তবে সে আমাদের পক্ষ হইতে হয়। আমরা দেখি যে, শিশু যতক্ষন পর্যন্ত না কাঁদে, মা তাহাকে স্তন্য দেয় না। অথচ মায়ের স্তন সকল সময় শিশুকে দুগ্ধ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। যেমনি শিশু কাঁদিয়া উঠে, অননি মা তাহাকে বুকে চাপিয়া স্তন্য পান করাইতে থাকে। সুতরাং সব সময় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়ায় লাগিয়া থাক এবং নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত কর। এখন যেহেতু তোমাদের যখম তাজা আছে, সেই জন্য এখন আমি উহাতে হাত দিতে চাই না এবং আমি তোমাদিগকে ইহাও বলিব না যে, যে বিপৎপাত ০ ঘটিয়া গেল উহার মধ্যে তোমাদের নিজেদের অনেক খানি জিম্মাদারী রহিয়াছে। কিন্তু যেহেতু আমি এখন তোমাদের যখমকে ঘাঁটাইতে চাহি না, সেই জন্য আমি তোমাদের ত্রুটি সমূহ উপেক্ষা করিয়া গেলাম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে ইহা বলিয়া দিতে চাই যে, ইহাতে তোমাদের দুঃখিত ও নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই। আজিকার দিন ঈদের দিন এবং ঈদের দিন অবশ্যই উহার সহিত বহু আনন্দ বহন করিয়া আনে। যদি কাহারও গৃহে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অথবা দুঃখ পেঁৗছিয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথক কথা, কিন্তু সাধারণ ভাবে আজিকার দিন উহার সহিত বহু আনন্দ বহন করিয়া আনে। যদি তোমরা নিজেরা নিজেদের অন্তরকে যখম করিয়া থাক, তাহা হইল পৃথক কথা, নাচেৎ মামুরের যুগ আনন্দ বহন করিয়া আনে। উহার গতি সদা উর্ধের দিকে, উহার গতি কখনও নীচের দিকে হয় না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সংকোচনকারী এবং প্রসার দাতা হইয়া থাকেন, যেরূপ জাহাজ কখনো ঢেউয়ের সঙ্গে উপরে উঠে এবং কখনো নীচে যায়। যাহারা কখনো সমুদ্রে সফর করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, কখনো মনে হয় জাহাজ নীচের দিকে যাইতেছে এবং কখনো মনে হয়, উহা উপরের দিকে উঠিতেছে, অথচ জাহাজ সদা আগে বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু যাহারা সফরকারী তাহাদের মনে হয় যেন, জাহাজ কখনো নীচে আসিতেছে এবং কখনো উপরে উঠিতেছে। অথচ

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত বিভাগের ফলে জমাতে অহমদীয়াকে তাহাদের চিরস্থায়ী মরকজ কাদীয়ানকে অস্থায়ী ভাবে ছাড়িতে হয়। এই ঈদ ১৯ই আগষ্ট তারিখে হয়। ইহার কয়েকদিন পরে আহমদী মেয়ে-ছেলেদের প্রথম কাফেলা লাহোরে চলিয়া যায়।

আসলে জাহাজ আগেই চলে উহা নীচে নামে না, উপরেও উঠে না। জাহাজের উপর নীচে হওয়া উহার উপর নীচে হওয়া নহে, বরং সমুদ্রের ঢেউ সমুহের উর্ধ এবং নিম্ন গতি হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে আম্বিয়ার জমাত ঝড় তুফানের মোকাবেলা করিয়া আগে বড়িতে থাকে এবং সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া আগে চলিতে থাকে। এমনকি তাহাদের জাহাজ নিরাপত্তার সহিত সেই লক্ষ্যস্থলে পেঁছায়, যেখানে আল্লহ্তায়ালা কর্তৃক তাঁহার রসুলকে দেওয়া ওয়াদা সমুহ পূর্ণ হইতে দেখে। সুতরাং লক্ষ্যস্থলে পেঁছিবার জন্য একটি জিনিসের দরকার। উহা এই যে, নিজেদের মধ্যে নেক এবং পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা। নবীগণের জমাতের মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা থাকিতে হইবে। অহংকার এবং গর্ব থাকিবে না। তাহাদের মনের মধ্যে কখনই এই খেয়াল না জাগে যে, আমরা আপন বাহুবলে কাজ করিয়া লইব। যদি তাহারা সত্য সত্যই স্বীয়বাহুবলে কাজ করিয়া লয়, তাহা হইলে খোদাতায়ালা এবং নবীগণের মোযেযার কি নিদর্শন বাকী থাকিবে। তোমরা সব সময় হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার সত্যতার ইহাই দলিল দিয়া আসিতেছে যে, হযরত মুসা (আঃ) এর দ্বারা যাহা কিছু হইয়াছিল উহা হযরত মুসা (আঃ)-এর জমাত করিতে পারিত না। তোমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্বন্ধেও এই দলিল দিয়া থাক যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বারা যাহা কিছু সাধিত হইয়াছিল উহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জমাত দ্বারা হওয়া সম্ভব ছিল না। অনুরূপ ভাবে তোমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আসার ইহাই দলিল দিয়া থাক যে, তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাঁহার জমাত উহার কিছুই করিতে পারিত না। কিন্তু তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় ইহা বলিয়া ফেল, যে আমরা ইহা করিব এবং আমরা উহা করিব। অবশ্য তোমরা ইহার সহিত এই কথা সংযোগও করিয়া থাক যে, ইহা আল্লহ্তায়ালার ফজল। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার ফজলের একরার তোমরা কেবল মুখে করিয়া থাক। মুখে প্রত্যেকে বলিয়া থাকে যে আল্লাহ্তায়ালার ফজল, কিন্তু সত্য কথা এই যে, কাজের বিবরণের মধ্যে যাইয়া তোমাদের মনে এই অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, আমরা ইহা করিয়া লইব। ইহা বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে জামাতের উন্নতি খোদাতায়ালার হাতে নাই বরং তোমাদের হাতে রহিয়াছে। এই ভাবে তোমরা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) -এর সত্যতাকে বাতিল করিতে চাহ এবং ইহা সাব্যস্ত করিতে চাহ যে, নাউযুবিল্লাহ্ তাঁহাকে খোদাতায়ালা খাড়া করেন নাই। যদি তোমাদের কথা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলিতে হইবে। যদি হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আল্লাহতায়ালার সত্য নবী ছিলেন

এবং নিশ্চয়ই সত্যবাদী ছিলেন, তাহা হইলে তোমাদের কথা মিথ্যাপ্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তোমরা নিজেরা নিজেদিগকে কেন এরূপস্থানে খাড়া কর, যেখানে তোমরা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাবেলায় পড়িয়া যাও? যতক্ষন পর্যন্ত না তোমাদের মধ্যে এই একীন ও নিষ্ঠা সৃষ্টি হয় যে, যাহা কিছু ঘটে, তাহা সব খোদাই করেন এবং খোদাতায়ালার কাজকে সম্পূর্ণ করা তোমাদের শক্তির উর্ধে এবং বস্তুতঃ এই রূপই; ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা খোদাতায়ালার স্থান এবং উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দাও না এবং তাঁহার কুদরতকে মান না। যতক্ষন না তোমরা খোদাতায়ালার শান এবং কুদরতকে সাচ্চা দিলে একরার কর, ততক্ষন খোদাতায়ালা কি ভাবে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন? তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে শুধু এতটুকু অনুধাবন কর যে, খোদাতায়ালা তোমাদিকে কোরবানীর পশু বানাইয়াছেন। কেহ ইহা বলিতে পারে না যে ঈদ পশুগুলির দ্বারা হইয়া থাকে। ঈদ পৃথক জিনিস এবং পশু পৃথক। সুতরাং তোমরা নিজেদের দিলের মধ্যে এই একীন রাখ যে, তোমরা কোরবাণীর পশুমাত্র এবং যাহা কিছু আছে, তাহা শুধু খোদা, তোমরা কিছু নহ। যে দিন তোমরা এইরূপ দীনতার মোকামে খাড়া হইবে এবং যে দিন তেমরা আল্লহ্তায়ালার সাহায্যে স্বীকৃতির মোকাম লাভ করিবে, যদিও এখনও আল্লাহ্র সাহায্য তোমাদের শামিলে-হাল রহিয়াছে, তথাপি যখন ঐ সময়ের জন্য সাহায্য আসিবে, তখন উহা এখন হইতে বহু বড় আকারে অসিবে। সুতরাং তোমরা নিজেদিগকে আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের অস্ত্র বানাও। এখন দুনিয়াতে হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ এমন মানুষ আছে, যাহারা মুচি মেথরের কাজ করিয়া থাকে,তাহারাও মানুষ কিন্তু বাজারে এই বলিয়া ঢেঁড়য়া পিটাইয়া দেখ যে অমুক মেথর অমুক গ্রাম হইতে আসিয়াছে কিংবা অমুক মুচি অমুক গ্রাম হইতে অসিয়াছে, তাহা হইলে কি লোক তাহাদিগকে দেখিতে অসিবে? অথবা ইহাতে কি শহরে কোন আলোড়নের সৃষ্টি হইবে? যদি শহরে কোন আলাপ উঠে, তাহা হইলে লোকে ইহাই বলিবে যে, যে ব্যক্তি ঢেঁড়রা দিয়াছে, তাহার মস্তিস্ক খারাপ হইয়াছে। কিন্তু শহরে যদি ঘোষণা করা হয় যে, লাহোর শহরে নেপোলিয়ানের জুতা আনা হইয়াছে, তাহা হইলে লোকে নেপোলিয়ানের জুতা দেখিবার জন্য দলে দলে লাহোর শহরের দিকে ধাবমান হইবে। এখন দেখ এক মরা বকরীর চামড়ার দ্বারা বানানো একটি জুতা একজন মানুষের মেকোবেলায় কি মর্যাদা রাখে? যদি সেই মেথর জ্ঞান অর্জন করিত এবং উন্নতির ময়দানে প্রতিযোগিতা করিত, তাহা হইলে সে হয়ত জেনারেল বা বাদশাহ্ হইতে পারিত। কিন্তু মুচি হিসাবে তাহার শহরে আগমনে কোনই আলোড়নের সৃষ্টি হইল না কিন্তু নেপোয়িানের জুতার খবর শুনিয়া সারা শহরে উহাকে দেখিবার জন্য এক চাঞ্চল্যের

সৃষ্টি হইবে। সাধারণভাবে পুরানো কালীন দুই চারি টাকায় বিক্রি হইত কিন্তু যদি কোন সাবেক বাদশাহ্ বা সম্রাটের কোন কালীন হইত, তাহা হইলে লোকে উহাকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিত এবং কোন কোন সৌখিন লোক ইহাকে ৪০ ৫০ লক্ষ টাকা দিয়াও খরিদ করতে প্রস্তুত থাকিত। ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ার নিজের হাতে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, উহা ইদানিং ৪০।৫০ হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে বরং এইরূপ পুরুষও আছেন, যাহাদের শুধু একটি স্পর্শে একটি নগণ্য বস্তু মহা মূল্যবান হইয়া য'য়।

সুতরাং তোমরা ইহা মনে করিও না যে তোমরা কোন কাজ করিলে তোমরা বড় হইয়া যাইবে বরং ইহাই মনে করিবে যে তোমরা কিছুই করিতে পার না। আমাদের খোদাই আমাদের সব কাজ করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই এই গর্ব যে তোমরা নিজেদের কাজের উল্লেখ করিয়া তোমরা নিজেদিগকে বড় সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা কর, এতটুকুও নহে, যতটুকু এই গর্ব যে, তোমরা খোদাতায়ালার হাতিয়ার বনিয়া যাও। হাতিয়ার নিশ্চয়ই প্রাণহীন বস্তু, কিন্তু ইহা মনে করিও না যে, হাতিয়ার হইয়া তোমরা প্রাণহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। যদি কোন বাদশার কুর্তা কিংবা কোন বাদশার কলম কিংবা সেক্সপিয়ারের পুস্তক কোন মর্যাদা রাখে, তাহা হইলে তোমরা জানিয়া রাখ যে, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার হাতিয়ার হইয়া যায়, তাহার মর্যাদা কি হইবে? অতএব আমি বন্ধুদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা অহংকার বা গর্বের খেয়াল ছাড়িয়া দাও এবং নিজেদের নাফ্সের উপর এক মৃত্যু আনয়ন কর, যাহাতে আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে নিজ হাতিয়ার বানাইয়া লয়েন। স্মরণ রাখিও যে, যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের নাফ্সের মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার, গর্ব এবং আত্মশ্লাঘা বাকী থাকিবে, ততক্ষন পর্যন্ত তোমাদের নাফ্সের কোন মূল্য নাই।

এখন আমি দোয়া করিতেছি, যেন আল্লাহ্তায়ালা আমাদের জন্য স্বীয় ফজলের বারি বর্ষণ করেন এবং আমাদের জন্য সকল ঈদ সত্যকার অর্থে ঈদে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক ঈদ আমাদের মধ্যে বিনয় এবং নম্রতার রুহ সৃষ্টিকারী হয় এবং অহংকার সৃষ্টিকারী না হয় এবং আমরা যে কোন কাজ করি, উহার সম্বন্ধে যেন এই একীন রাখি যে, এ কাজ খোদাতায়ালা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নগণ্য এবং দুর্বল বান্দা মাত্র।

(১৯৪৭ সালের ২৫শে আগষ্টের 'আল ফযল' হইতে অনুদিত)

আনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মাদ

—০—০—

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(২০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, রাবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুরআন করীম আরও বলে : জাহান্নামও চীৎকার করিবে : আরো থাকিলে আরো আমাকে দাও। এখানে এক স্বতন্ত্র দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার সম্পর্ক নাই। তবে ইহার মর্মকথা : যে জিনিষ যে কাজের জন্য, যে পরিমাণ এবং যে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তৈরী, সেই পূর্ণ পরিমাণ না পাইলে উহার পূর্ণ আনন্দের কারণ হইতে পারে না।

হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার জীবনে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে 'ইবাদত' এরূপ করিয়াছেন যে, তাঁহার যোগ্যতা তাঁহাকে যে সীমানায় পেঁছাইতে পারিত, ঐ পর্যন্ত তিনি পেঁছিয়াছিলেন বরং তাঁহার যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী পূর্ণ আনন্দ লাভ করেন, যদিও ইহাতে অন্যের তুলনায় আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। অধিকাংশ মানুষ তো পৃথিবীর উপরেই আধ্যাত্মিক পরিতুষ্টি লাভের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, প্রথম আকাশ পর্যন্তও যায় নাই। তিনি সপ্তম আকাশ ভেদ করিয়া মহামহিমান্বিত স্রষ্টা ও পালন-কর্তা এবং মহাদাতা আল্লাহ্‌তায়ালার আরশের পার্শ্বে পঁছেন এবং খোদাতায়ালা তাঁহাকে অত্যন্ত পেয়ারের সাথে উঠাইয়া তাঁহার ডান পার্শ্বে তাঁহার আরশে বসান।

এই মূল-তত্ত্বটি ব্যক্ত করিবার জন্য ইহা এক রূপক ভাষা। নতুবা বোধগম্য হইতেই পারিত না। এক তো সেই ব্যক্তি যাহার যোগ্যতা ও পাত্র শুধু প্রথম আকাশ পর্যন্ত যায়। তাহার পাত্র পূর্ণ হওয়ায় যেমন দুগ্ধ পাত্র-মুখ পর্যন্ত ভর্তি হইলে একটা শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়, উহাতে মাত্র ২।১ ছটাক পড়িলে কোনো সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় না। আমাদের এই বাহ্য চক্ষুও এই সৌন্দর্য দর্শন করে। পশুর সৌন্দর্যও এইরূপ—বড়ই সুন্দর দেখায় সেই মহিষ, যাহার দেহ পুরাপুরি বর্ধিত হয়। উহকে দেখিতে বড়ই ভাল লাগে। অনেক কৃষিজীবি এখানে উপস্থিত। তাঁহারা যেন খায়ের ও বরকত সহকারে প্রত্যাগমণ করেন। আল্লাহ্‌তায়ালার হেফাজত ও আমানের মধ্যে তাঁহারা থাকুন। ঋতু পরিবর্তন হইতেছে। ভদ্রতা এবং হক্ আদায়ের মৌসম আসিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের দেশের প্রতি ফজল করুন। ইহা তো প্রাসঙ্গিক কথা।

যাহোক, প্রত্যেক মানুষ তাহার যোগ্যতার গণ্ডী বা মাত্রানুযায়ী যখন পুরাপুরি পুষ্টি

লাভ করে তখন পুর্ণ সুখ ও পূর্ণ আনন্দ যত খানি সে অনুভব করিতে পারিত এবং যে পরিমান প্রাপ্তি সম্ভবপর ছিল, ততখানি সে প্রাপ্ত হয়—সেই পরিমানেই তাহার অনুভব করা নির্দ্দিষ্ট।

দ্বিতীয় কথা যাহা ইতিবাচক অর্থাৎ যাহা করিলে খোদা সন্তুষ্ট হইবেন—পূর্বেকার খুৎবায় বলিয়াছিলাম, অমুক অমুক কাজ করিবে না, যাহা করিলে খোদা অসন্তুষ্ট হন—এখন আমি দুইটি কথা বলিব যে সম্পর্কে কুরআন করীম বলে ইহা করিলে খোদাতায়ালার পেয়ার লাভ করিবে, সেই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা এই যে মা'রেফাতের ফলে, মহব্বত এবং মহব্বতের ফলে 'খাশিয়ত' (খোদা -ভীতি) সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ইহা যে, খোদা যেন অসন্তুষ্ট না হন। এই সম্বন্ধে পূর্বেকার খুৎবায় বলিয়াছি। কিন্তু মানব-হৃদয়ে এই এক জয্‌বা বিদ্যমান যে, 'যখন আমি আমার স্রষ্টা, পালন-কর্তা প্রভুকে প্রেম করিতেছি, তখন আমার হৃদয় চাহে যে, আমার প্রেমাস্পদও যেন আমাকে প্রেম করেন, আমাকে ভালবাসেন, তাঁহার রিজা বা সন্তুষ্টি যেন আমি লাভ করি।' ইহা মানুষের এক প্রকৃতি-গত চাহিদা। কুরআন করীম বলে ইহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা এই ভাবে যে উক্ত প্রেম সৃষ্টির পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা (অনুবার্তিতা) কর। যদি তুমি তাহা কর, তবে আমার (আল্লাহ্) প্রেম প্রত্যেকেই স্ব স্ব পাত্রানুযী প্রাপ্ত হইবে। যদি ইত্তেবা না কর, তবে আমার প্রেম লাভ করিতে পারিবে না।

যখন আমরা সামগ্রিকভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতি নজর করি তখন আমরা দেখিতে পাই, উহা দুই অংশে বিভক্ত। একটিকে আমরা 'মক্কার জীবন' এবং অন্যটিকে 'মদিনার জীবন' বলিয়া থাকি। আমাদের এই যুগ তাঁহার ঐ জীবনের অনুরূপ, যাহা ছিল মক্কার জীবন। সেই জীবন ছিল পরীক্ষা ও বিপদ-পদ, খোদার সন্তুষ্টি ও প্রেমের খাতিরে বরদাশ্‌ত করিবার জীবন। এই নমুনা সামনে রাখিয়া জীবন যাপন কর। তখন যেমন আল্লহ্‌তায়ালা তাঁহার সব বরকত পাঠাইয়া প্রেমের অপূর্ব সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি তোমাদের জন্যও করা হইবে। কারণ, ইসলামের দ্বারা যে খোদার সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করানো হইয়াছে, সেই খোদার শক্তির ক্ষয় নাই এবং যাথা কখনো নিঃস্ক্রিয় বা বেকার হয় না। তাঁহার নিদ্রাও পায় না। তাঁহার তন্দ্রাও আসে না। তিনি বৃদ্ধও হন না। তিনি অনাদি ও অনন্ত। খোদা তাঁহার সেই শক্তি সমূহের পরম জ্যোতির্বিকাশ সহ বিদ্যমান, যাহা খোদার মধ্যে থাকা উচিত। যেরূপ তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে তাঁহার ফিদায়ী ও প্রাণ উৎসর্গ কারীগণের সাহায্য করিতে পরিতেন, যদি আপনাদেরও 'এখলাস' আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা তেমনি হয় এবং ঐ মোকাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় যেখানে সাহাবাদের এখলাস পৌঁছিয়াছিল, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়লা বিন্দুমাত্র কম না করিয়া ঠিক তদরূপ সাহায্য আপনাদেরও করিতে পারেন। আপনারা বিশ্বস্ততার আঁচল ছাড়িবেন না। তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রেমের আঁচল আপনাদের উপর হইতে কখনো অপসারিত করিবেন না। তাঁহার রহমত সমূহ আপনাদের উপর নাযেল হইবে। খোদা করুন এইরূপই হউক।

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক

মূল ঃ এ, ওয়াহাব আদম
ভাবানুবাদ ঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এত বিনয়ী যে, তিনি নিজেকে এভাবে বর্ণনা করতে ভালবাসেন: "আল্লাহ্‌তায়ালা কা আজেয বান্দা, অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার একজন বিনয়ী বান্দা।"

জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ

হযরত সাহেব সেই ব্যক্তিকে উত্তম মনে করেন যে জ্ঞানের পার্থিব এবং ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে জ্ঞানার্জন করেছে। একবার আমি আবোটাবাদে তাঁর রহানী সন্তানদের সংগে তাঁকে ছোট্ট বৈঠকে আলোচনারত দেখেছিলাম এবং সেইসময় হযরত সাহেবকে নানারকম বিষয়ে এমন বিশাল পাণ্ডিত্য এবং গভীরতাপূর্ণ আলোচনা করতে দেখেছি যা ছিল একান্তই তাঁর নিজস্ব, এবং তাঁর ব্যাপকতর পড়াশুনা ও জ্ঞানের পরিচায়ক। ঐদিন তিনি ঘোড়া সম্বন্ধে আলোচনা করেন —ঘোড়ার উৎস, জাতি, বিশেষত্ব, ব্যবহার ও প্রকৃতি, খাদ্য-দ্রব্য, ইত্যাদি বিষয়ে। তিনি আরো আলোচনা করেন জন্ম নিয়ন্ত্রণ, মানুষের সাম্যবাদ, জাতি সমূহের উত্থান-পতন এবং উহার অন্তর্নিহিত কারণ, চীনের বিপ্লব, সমাজবাদী দেশে আহমদীয়াতের প্রচার সম্ভাবনা, ইসলামী শিক্ষানুযায়ী স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী, তাঁর অক্সফোর্ড জীবনের অভিজ্ঞতা, বিগত যুদ্ধের পর জার্মানীর সাফল্য লাভের অন্তর্নিহিত কারণ, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে। বস্তুতঃ ধর্মীয় এবং পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য এমনই যে, এমন কোন বিষয় নাই যে-সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞের ন্যায় পারদর্শিতার সহিত আলোচনা করতে পারেন না। যে-কোন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁর কথা শুনে আনন্দ লাভ করে থাকেন। একসময় আমার একজন খ্যাতিসম্পন্ন বন্ধু প্রায় ঘণ্টা খানেক হযরত সাহেবের সংগে আলাপ করার পর আমার কাছে এসে বললেন: "আজ আমি সত্যিকার অর্থে স্কুলে গিয়েছিলাম!"

সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তোমার সমস্যাগুলো যত কঠিনই হোক না কেন তাঁর সংগে আলাপ করার পর তুমি পূর্ণ স্বস্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে হযরত সাহেবের কাছে বেশ কিছু সমস্যা উপস্থাপিত করেছিলাম যেগুলো আমার

মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছিল এমনই বলা চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর সংগে আলোচনার পর আমার মনে হলো যে আমার সমস্যাগুলো কত তুচ্ছ এবং নগন্য!

ইসলাম ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি হযরত সাহেব প্রগাঢ় ভালবাসা রাখেন। আমি তাঁকে কখনো কোন আলোচনা করতে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু বলতে শুনি নাই যার মধ্যে তিনি শ্রোতাদেক কোন না কোনভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাণী অথবা তাঁর সুন্নতের অন্তর্নিহিত (আদর্শ-পালনের) তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা উল্লেখ করতেন না অথবা এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেন নাই। এক সময় ঘটনাক্রমে তিনি অ্যাবোটাবাদের একটি ঘোড়াশালা পরিদর্শন করছিলেন। এই সময় আলোচনা-ক্রমে ঘোড়ার খাওয়া-দাওয়ার রীতি-নীতি এবং খাদ্যাদির প্রসঙ্গ উঠলে হযরত সাহেব বললেন: যদিও কোন কোন লোক যারা পশু-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করে তারা বলে যে বার্লি ঘোড়ার জন্য কোন খাদ্যই নয়, কিন্তু তবুও যেহেতু ইসলামের মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে ঘোড়াকে বার্লি খাওয়ানো যেতে পারে সেজন্য আমার মতে এই হাদিসই যথেষ্ট—ফলতঃ ঘোড়াকে বার্লি খাওয়নো যেতে পারে এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই খাদ্য গ্রহনের ফলে ঘোড়ার দেহ সুগঠিত হবে এবং সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাবে।

খলীফা সাহেব সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি প্রত্যেকটি আহমদী এমনকি আহমদী শিশুদের মধ্যেও ইসলামের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষন করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। একদিন একটি ছোট ছেলের সংগে আমার আলাপ হচ্ছিল। তখন সে তাড়াতাড়ি করে স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। আমি অবাক হলাম যখন আলাপের শেষ দিকে ছেলেটির জীবনের একটিমাত্র উচ্চকাংখার কথা জানতে পারলাম এবং সেই উচ্চাকাংখা হলো: নুসরত জাহান স্কীমের অধীনে পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে সে ইসলামের সেবা করবে।

খোদার উপর এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে হযরত সাহেবের অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আস্থা কতবেশী তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কোন এক সময়ের ঘটনা—হযরত সাহেব বিদেশী মিশনের এমন কিছু সমস্যা যেগুলো বাহ্যতঃ খুবই জটিল বলে মনে হচ্ছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করতেছিলেন। এমন সময় তিনি হঠাৎ স্থির বিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন: "আমি এতটুকুও উদ্বিগ্ন নই"। তারপর তিনি হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর লেখা কবিতা হতে যে উদ্ধৃতি পেশ করলেন তার অর্থ হলো:

"আল্লাহর শক্তি সবকিছুর উর্দ্ধে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে পালন করেন। কোথায় সেই শত্রু? দেখ, তার পরিনাম কি হয়েছে।"

জামাতের বুজুর্গ ও মিশনারীদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা

জামাতের বুজুর্গগণ ও মিশনারীদের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা ও সম্মানবোধ এমন একটি বিষয় যা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পুরোপুরি আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁদেক সহৃদয়তা ও সম্মানজনক ভাবে সম্বোধন করে থাকেন এবং সভা-মজলিস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে তিনি সম্মান ও স্নেহ-ভালবাসার নিদর্শনরূপে তাঁদেরকে কাছাকাছি বসাতে ভালবাসেন। যখন কোন মিশনারী বিদেশে কার্যোপলক্ষে যান তখন হযরত সাহেব তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে নির্দেশাবলী দেন। যখন মিশনারীগন বিদেশ থেকে হেড-কোয়াটারে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি তাঁদেরকে ডেকে এনে তাঁদের কথা শুনেন। উভয়ক্ষেত্রে খলীফা সাহেব বিশেষ রূহানী সান্নিধ্যের নিদর্শনরূপে মিশনারীদের সংগে কোলাকুলি করেন।

অন্যদিকে আহমদীয়া আন্দোলনের চিন্তাবিদ ও বুজুর্গগন হযরত সাহেবের সহিত গভীর স্নেহ-ভালবাসা এবং সম্প্রীতির সম্পর্ক রাখেন। তাঁরা হযরত সাহেবের সকল কথা ও আদেশ মেনে চলেন এবং তাঁর নির্দেশে তাঁরা যে-কোন কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত—সেই জিনিষ যতই নিকটতর বা প্রিয়তরই হোক না কেন।

হযরত সাহেবের প্রতি মান্যতা বা এতায়াতের প্রসঙ্গে একটি অসাধারণ দৃষ্টান্তের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—যে ধরনের ঘটনা কেবলমাত্র ইসলামের মহান নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে পরিলক্ষিত হয়েছিল। খলিফাতুল মসীহ রাবোয়া হতে বাইরে যাওয়ার প্রাক্কালে কোন ব্যক্তিকে তাঁর স্থলে মোকামী আমীর নিয়োজিত করে থাকেন। একসময় খলিফা সাহেব আফ্রিকার একজন যুবককে তাঁর স্থলে তাঁর অনুপস্থিতে কাজ করার জন্য মোকামী আমীর হিসেবে নিয়োজিত করলেন এবং সেই যুবকের অধীনে একজন খুবই সম্মানিত বুজুর্গকে সহকারী হিসেবে রেখে গেলেন। এই বৈসাদৃশ্য যে কত বেশী ছিল তা আরো ভালভাবে এই ঘটনা থেকে বিচার করা সম্ভব হবে যে, সেই সহকারী বুজুর্গ আফ্রিকান যুবকটির শুধু শিক্ষকই ছিলেন না—তিনি বয়সে ও জ্ঞানে, আধ্যাত্মিকতা, ধর্মপরায়নতা এবং জামাতের সেবায় তারচেয়ে অনেক বেশী অগ্রগণ্য ছিলেন। জামাতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ও অনুরাগের জন্য হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ মোসলেহ মওউদ (রাঃ) তাঁকে একজন সুপ্রসিদ্ধ

মুসলিম জেনারেলের নামানুযায়ী 'খালিদ বিন ওয়ালিদ, উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন। এই সকল অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন লোকের পক্ষে আশ্চর্য হওয়ারই কথা যে কেমন করে এই সম্মানিত বুজুর্গ একজন আফ্রিকান নওজোয়ানের অধীনে কাজ খালীদ বিন ওয়ালীদ উপাধী-প্রাপ্ত, করবেন। সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম জেনারেল এই খলীফা সাহেবের প্রতি এতায়তের জন্য সেই আফ্রিকান নওজোয়ানকে বিভিন্ন কাজে এমনভাবে সহযোগিতা ও সাহায্য করতে লাগলেন এবং তাঁর প্রতি এমন এতায়াত ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে লাগলেন যে তা ছিল সত্যি খুবই বিস্ময়-কর। তিনি সেই নওজোয়ানের প্রতি এমন এতায়াত ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যে, যখন সেই নওজোয়ান তাঁর সামনে আসতেন তখন তিনি আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতেন এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কখনো কোন বক্তৃতা দিতেন না!

রাবোয়া-জীবনের বৈশিষ্ট্য

হযরত সাহেবের প্রাত্যাহিক কাজ কর্ম সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। রাবোয়া বাসীদের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায। পঞ্চাশ সহস্রধিক নামাযীর জন্য নির্মিত ইসলামী স্থাপত্যের একটি অতি সুন্দর নিদর্শন হলো রাবোয়ার 'মসজিদে আক্সা'। মসজিদে আক্সা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন সেক্শনে অনেক মসজিদ ছড়ানো রয়েছে। হযরত সাহেব শুক্রবার জুমার নামায মসজিদে আক্সায় পড়ান এবং এছাড়াও তিনি অন্যান্য নামায মসজিদে মোবারাকে পড়ে থাকেন। লাউড-স্পীকারে যখন আযানের সুমধুর ধ্বনী প্রত্যহ পাঁচবার আকাশে বাতাসে বিখোষি হতে থাকে তখন সেই মধুর আহ্বানে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় যেন এক যাদুর কাঠির স্পর্শে সমস্ত লোক যে যেখানে রয়েছে—অফিশ, বাজার, খেলার মাঠ, স্কুল, কলেজ, ইত্যাদি স্থান হতে মসজিদের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে থাকে। মসজিদে মোবারকে হযরত সাহেব নামায পড়ান এবং সেখানে নামাযে তাঁকে সব সময় দেখা যায়।

কাজ আর কাজ

নামায পড়ানো ছাড়াও হযরত সাহেবকে আরো বহু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। প্রত্যহ তিনি স্বয়ং দেশ-বিদেশ হইতে আগত শত শত চিঠি-পত্র দেখেন। চিঠি-পত্র ছাড়াও তাঁকে নানাধরণের রিপোর্টও দেখতে হয়। এই সকল রিপোর্ট বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীগণ ও মিশনের প্রশা-সনের তরফ হতে, জামাতের দেশীও বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং চিকীৎসার প্রতি-ষ্ঠানগুলো হতে নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। 'নুসরত জাহান' অফিসকে পশ্চিম আফ্রিকায় মেডিকাল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোলার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে কতকগুলো সমস্যার সমাধানের জন্য প্রায়ই

হযরত সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে খেয়াল রাখতে হয়।

মসজিদে মোবারকে পাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠান (Symposinm) হয়ে থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে জামাতের চিন্তাবিদ বৈজ্ঞানিক এবং বুজুর্গদের সমাবেশ হয় যাঁরা হযরত সাহেবের পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সুদীর্ঘ থিসিস লিখে আনেন এবং সেগুলো আলোচনা করেন।

যদিও প্রত্যহ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাঁর সংগে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পায় এবং এইসব লোকের মধ্যে স্থানীয় রাজনীতিবিদ, বিদেশী ডিপ্লোম্যাট ও অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিরাও অন্তর্ভূক্ত, তবুও রোববারগুলো বিশেষভাবে জামাতের সদস্যদের সংগে দেখা সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত করা থাকে। এই সকল দেখা-সাক্ষাতের সময় খলিফা সাহেব তাঁর রূহানী সন্তানদের সমস্যাবলীর কথা শ্রবণ করেন এবং সঠিক পরামর্শ ও উপদেশ দান করেন। তিনি যে উপদেশ দেন তা সেই ব্যক্তির জন্য সকল সময় খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে। কিন্তু সম্ভবতঃ উপদেশের চাইতেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো হযরত সাহেব তাদের জন্য যে দোয়া সমূহ করে থাকেন সেগুলিই।

জনৈক ভদ্রলোক তার সন্তান-সন্ততি হওয়ার কোন সম্ভবনা দেখতে না পেয়ে হযরত সাহেবের কাছে দোয়ার দরখাস্ত করেন। পরে হযরত সাহেব সেই ব্যক্তিকে লিখে পাঠালেন যে তার জন্য শুধু সন্তানের সুসংবাদই নয়, বরং আরো জানালেন যে, সেই সন্তানটি একটি পুত্র-সন্তান হবে। এই সুখবর ভদ্রলোক শুশ্রূষাকারী নার্স ও ডাক্তারকে জানালেন। এইভাবে একটি পুত্র-সন্তান লাভের ঘটনা বাহ্যদর্শী ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য অনেকের কাছে খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের কাছে এই ঘটনা অন্যান্য হাজার হাজার মোজেযার অন্তর্ভূক্ত যেগুলো প্রতিদিন বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলিফা অর্থাৎ খলিফাতুল মসীহ সালেস হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইয়াদাল্লাহু তায়ালা বেনাসরিহিল আযিয)-এর দোয়ার ফজিলতে সংঘটিত হয়ে থাকে।

('Quarterly Minaret' june, 73-এর সৌজন্যে)

হযরত আমীরুল মুমেনীন (আইঃ)-এর
গ্রেট বৃটেন সফর

সাইয়েদনা আমীরুল মুমোনীন হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর লণ্ডন সফর উপলক্ষ্যে সেখানকার পত্রিকাসমূহে বিভিন্ন খবরাদি প্রকাশিত হয়। ৬ই আগষ্ট (১৯৭৫) হুজুর (আইঃ) লণ্ডন পৌঁছেন। ২৮ শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার সংখ্যায় 'পুটনি রোহাম্পটন হেরাল্ড' পত্রিকায় হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর ৪´´×৬´´ একটি লাইফ সাইজ ফটো প্রকাশিত হয়। রোহাম্পটন ময়দানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে হুজুর আকদাস (আইঃ) সেখানে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে গাড়ীর দরজায় দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর এই ফটোটি তোলা হয়। ফটোটিতে হুজুর (আইঃ)-কে তাঁহার স্বাভাবিক সম্ভ্রম ও মহিমা মণ্ডিত পবিত্র চেহারায় গগলস্ পরা অবস্থায় সুস্মিত হাস্যে প্রফুল্ল ও স্নেহ-মমতায়-ভরপুর মনে হয়। এই সঙ্গে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত খবরে বলা হয়—

"রোহাম্পটন ময়দান পুনরায় আর একবার হপ্তা শেষের ব্যাংক ছুটির দিনে দুই হাজার মুসলমানের সম্মেলনের স্থানে রূপান্তরিত হয়।

যুক্তরাজ্যে অবস্থিত আহ্‌মদীয়া জামাত সমূহের এই একাদশ বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে নাইজেরিয়া এবং গাম্বিয়ার মত দূরবর্তী দেশ হইতে আগমনকারী লোকজনও শামিল ছিল। যুক্তরাজ্যে আহ্‌মদীয়া জামাতের মসজিদ গ্রেশেনহল রোডে (সাউথফিল্ড) অবস্থিত।

এই বর্তমান সম্মেলনটি সেই সম্মেলনের একটি শাখা-সম্মেলন, যাহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন প্রতিশ্রুত মসিহ হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতের কাদিয়ান গ্রামে।

রোববার সকাল ১০টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এক কোটি লোকের এই আন্দোলনের নেতা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ)। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক আদালতের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান ছিলেন।"

রোহাম্পটন হেরাল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত উপরে বর্ণিত ছবিটি গ্রহণ করেন উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধি মিঃ জুলিয়ান বার্জাট। হুজুর আকদাস (আইঃ) সোমবারে সকাল ১০টায় সম্মেলনে আগমন করিলে এই ছবিটি তোলা হয়। (আহ্‌মদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন, সেপ্টেম্বর সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

[খোদা চাহেন, আমরা ভবিষ্যতে ছবিটি ছাপিবার চেষ্টা করিব। সম্মেলনে প্রদত্ত হুজুরের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণও প্রকাশ করা হইবে।] (ক্রমশঃ)

সংকলন: শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

হযরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য এবং কর্ম-ব্যস্ততা

বিশেষ দোয়া ও সদকার তাহ্‌রিক

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সর্বিকভাবে আরগ্য লাভ করিতেছেন। হুজুর মাঝে মাঝে নামাযে ইমামতিও করিতেছেন। তিনি সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত গ্রেট বৃটেনের সালানা জলসায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণও দান করিয়াছেন।

৬ই আগষ্ট, তথা যখন হইতে সৈয়দনা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) লণ্ডনে পদার্পন করিয়াছেন, তখন হইতে মসজিদে ফজল এবং আহ্‌মদীয়া মিশন হাউসে যেন এক বসন্তকালের উদয় হইয়াছে। শুধু লণ্ডনে বসবাসকারী আহ্‌মদী-রাই না, বরং বিলাতের অন্যান্য শহর বরং ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ হইতেও আহ্‌মদীগণ হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর যিয়ারত লাভ এবং তাঁহার মা'রেফতপূর্ণ পবিত্র কালাম শুনার উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যায় মিশন হাউসের সমস্ত কম্পাউণ্ড নুতন নুতন মানুষ এবং মোটর গাড়ীতে ভরিয়া যায়। হুজুর যথা সম্ভব এই বহুল সংখ্যক বন্ধুকে সাক্ষাৎ দান করেন, তাঁহাদের সহিত বৈঠকে মিলিত হইয়া তত্ব ও তথ্যপূর্ণ উপদেশাবলী দান করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোকপাত করেন। দৈনিক প্রাপ্ত চিঠি-পত্রের জওয়াবও হুজুর নিজে দান করেন। ইহাতে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তেমনিভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ইসলাম প্রচারের কাজকে তরান্বিত এবং অধিকতর ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে হুজুর তাঁহার মূল্যবান হেদায়াত ও নির্দ্দেশ দানে সব সময় কর্মব্যস্ত থাকেন। তেমনিভাবে হুজুর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভ্রমনেও যান এবং স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ডাক্তারদের ক্লিনিকেও গমন করেন।

১লা সেপ্টেম্বর তারিখে Dr Badenock লণ্ডনস্থ Harley st.-এ হুজুরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং I. v. p.-এর ফলা-ফল সম্বন্ধে জানান যে, হুজুরের কিড্‌নি, ব্লাডার এবং প্রষ্টেট গ্লেণ্ড আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবে কাজ করি-তেছে। প্রস্রাব পরীক্ষায় প্রকাশ যে, আল্লাহ্ তায়ালার ফজলে ইনফেকশণ আয়ত্তাধীনে রহিয়াছে, আলহাম্‌দুলিল্লাহ্।

হুজুর এখন সুগার এবং ইনফেকশণের জন্য ঔষধ-পত্র ব্যবহার করিতেছেন। তিনি কয়েক দিন যাবৎ ভোর বেলায় দুর্বলতা এবং pulpitation অনুভব করেন। (আহমদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন, সেপ্টেম্বর সংখ্যা হইতে সংকলিত)।

বন্ধুগণ, হুজুরের শীঘ্র আরোগ্য, পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মময় দীর্ঘায়ু এবং বিশ্বব্যাপী গালাবায়ে ইসলামের জন্য দরদে-দেলের সহিত নিয়োমিত দোওয়া জারী রাখুন। তেমনি, প্রত্যেক জামাতে হুজুরের জন্য কুরবানী সদকা দেওয়াও আমাদের কর্তব্য।

সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

বাংলাদেশের সমৃদ্ধি, কল্যাণ এবং জনগণের হেদায়েতের জন্য হুজুর আকদাসের দোওয়া

জামাতের বন্ধুগণের প্রতি মালী কুরবানীর মান সমুন্নত করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বিশেষ তাকিদ।

হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর পক্ষ হইতে ১৯।৮ ও ১২।৯।৭৫ তারিখের দুইখানি পত্র জনাব আমীর সাহেবের হস্তগত হইয়াছে।

হুজুর আকদাস (আইঃ) জামাতের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এদেশের সকল আহমদীর জন্য বিশেষ দোওয়া করিয়াছেন।

জামাতের বন্ধুগণকে তাহাদের মালী কুরবানীর মাম ক্রমঃবর্ধমান করিবার জন্য প্রস্তুতি লইতে বলিয়াছেন।

হুজুর আকদাস (আইঃ) বাঙলাদেশের সমৃদ্ধি, কল্যাণ এবং জনগণের হেদায়াতের জন্য দোওয়া করিয়াছেন।

হুজুর আকদাস (আইঃ) জামাতের কর্মীগণের জন্যও বিশেষ দোওয়া করিয়াছেন।

০ হুজুরের একখানি পত্র নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা গেল :

Assalamo Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu!

Thank you very much for your letter dated 4th september. 1975

May Allah bestow prosperity upon your country and provide means for the welfare and guidance of the people.

May Allah bless you and your family and rewrad the efforts of the Jamaat there.

Yours in Islam,
(Signature)
Mirza Nasir Ahmad
(Khalifatul Masih III)

Dated 12 th sept. 75.

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ২৪, ২৫, ও ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৫ইং যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রবিবার দারুত তবলীগ ৪নং বকশী বাজার রোড ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ্‌। প্রত্যেক মজলিসের খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদেরকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করিয়া অশেষ ফায়দা হাসেল করেন।

খাকসার,

মোতামাদ,

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র সকল সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, গত সালানা জলসায় বাংলাদেশ লাজনার মজলিসে শুরায় যেসব প্রস্তাব গ্রহন করা হয় এবং মোহ্‌তারম জনাব আমীর সাহেব যেগুলি অনুমোদন করেন, তাহা নিম্নরূপ। সকল সংগঠনকে সঠিকভাবে এগুলি যথারীতি পালন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

১। প্রত্যেক লাজনা এমাউল্লাহ্‌ তাহাদের সদস্য চাঁদার ⅔ অংশ রাখিয়া বাকি ⅓ অংশ কেন্দ্রে পাঠাইবে।

২। লাজনা এমাউল্লাহ্‌ সংগঠনের তত্বাবধানে প্রতি লাজনা সংগঠনে নাসেরাতে আহ্‌মদীয়াতের সংগঠন কায়েম করিতে হইবে।

৩। কাজের সুবিধার জন্য এবং নিয়মিত ধর্মীয় আলাপ আলোচনা ও সেলসেলার কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক লাজনার আওতায় ও তত্বাবধানে হাল্‌কা কায়েম করিতে হইবে।

৪। কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে, যাহাতে শুদ্ধ ভাবে কোরআন পাঠ ও উহার অর্থ শিক্ষা করা যায়।

৫। প্রত্যেক লাজনায় নিজেদের উদ্যোগে বৎসরে একবার করিয়া ইজতেমা করিবে।

৬। বাংলাদেশের সকল লাজনার কাজে সহযোগীতা ও সুপরিচালানার জন্য সুযোগ মত টুর করা হইবে। এই টুরের খরচ বাংলাদেশ লাজনার ফাণ্ড হইতে খরচ হইবে।

৭। প্রত্যেক লাজনা সংগঠনের খেদমতে-খালকের চাঁদা তাহাদের নিজ নিজ ফাণ্ডে রাখিবে এবং প্রয়োজন মত খরচ করিয়া উহার হিসাব কেন্দ্রে পাঠাইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ আহ্‌মদীর গত সংখ্যায় এই বিজ্ঞপ্তিতে অনেক ছাপার ভুল ছিল। সংশোধন পূর্বক ছাপা হইল।

সেক্রেটারী

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌

একটি শুভ সংবাদ একটি পাক সওগাত

ঈদের পূর্বেই প্রকাশিত হইতেছে

হযরত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "ইসলামী উসুল কি ফিলাসফীর" সচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ

"ইসলামী নীতি-দর্শন"

বহু ভাষায় অনুদিত এবং বহুল পঠিত ও প্রশংসিত

'পবিত্র কালাম কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ তফসীর'

১৮৯৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্ম সম্মেলনে সর্ব সম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠতম হিসাবে ঘোষিত এই গ্রন্থখানির এক বা একাধিক কপি অবিলম্বে সংগ্রহ করুন। মূল্য ৬·০০ (ছয় টাকা) মাত্র।

০ পূর্বে প্রকাশিত প্রথম কিস্তি, যাঁহারা কিনিয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে শুধু বাকী অর্ধাংশ খরিদ করিতে পারিবেন ; উহার মূল্য ৩·৫০ টাকা।

"এই সম্মেলনে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর প্রবন্ধ না হইলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী-গণের সম্মুখে মুসলমানদের কপালে লাঞ্ছনা ও দুর্গতির তিলক লাগিত। কিন্তু খোদার শক্তিশালী হস্ত পবিত্র ইসলামকে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং এই প্রবন্ধের বদৌলতে আল্লাহ এমন বিজয় দিয়াছেন যে, স্বধর্মীয় তো বটেই, বিরুদ্ধ-বাদীগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধ সবার উপরে রহিয়াছে, ইহাই সবার উপরে।"

('জেনারেল ও গৌহর আসফী, কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৭ ইং অব্দ)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন:

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং লাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামান্নাবিয়্যিন (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.